যেতে যেতে পথে - আনিসুর রহমান

বিজয় দিবসে দুধের স্বাদ

বিদেশে থাকার কারনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো এখন অনেকটা অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেছে। ঈদ, পহেলা বৈশাখ, জাতীয় অনুষ্ঠান কোনটাই সঠিক দিনে উদযাপন করা সম্ভব হয় না। সপ্তাহ শেষের ছুটির দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ঈদের নামাজ যদিও সঠিক দিনেই হচ্ছে কিন্তু সেটাও বেশীরভাগ মানুষের জন্য কোনরকমে নামাজ শেষ করে অপিসে ছোটা দিয়ে শুরু হয়। ঈদের আসল আমেজ তাতে আসে না। কিন্তু এবারের বিজয় দিবস তার ব্যতিক্রম। ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৮ মঙ্গলবার হওয়া সত্বেও দিনটি সঠিক দিনেই উদ্‌যাপন করা গেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মান্যবর মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর এই জাতীয় দিবসটিকে উদ্‌যাপনের জন্য তার ক্যানবেরাস্থ বাসভবনে একটি নাগরিক সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। সিডনী থেকে ক্যানবেরা প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ। ক্যানবেরাবাসিদের জন্য এ অনুষ্ঠানে যোগদেয়া সহজ হলেও সিডনীবাসিদের জন্য নয়। তাই শুধু পত্রিকার ঘোষনার ওপর নির্ভর না করে তিনি অনেককে ব্যক্তিগত ভাবেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অনুষ্ঠান। এত লম্বা পথ একা ড্রাইভ করে যেতে ভালোলাগে না। গোলাম মোস্তফাকে বললাম, যাবেন নাকি? তিনি রাজী হয়ে গেলেন। আমরা বিকাল তিনটায় সিডনী থেকে রওনা হলাম। ঠিকানা জানি কিন্তু পথ চিনি না। সাথে জি পি এস আছে। কোন চিন্তা নেই কিন্তু মাঝ পথে গিয়ে জি পি এস বিগড়ে গেল। পথে গোলবার্ণে থেমেছিলাম কফি খবার জন্য। ওখানে দেখা হয়ে গেল ক্যাম্বেলটাউন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাত আট জন কর্মীর সঙ্গে। তারাও চলেছেন একই অনুষ্ঠানে যোগদেবার জন্য। আমাদের সমস্যার কথা জানাতেই তারা বললেন, কোন সমস্যা নেই। আমাদের সাথেও জি পি এস আছে। আমরা তাদের পিছু পিছু নির্ঝঞ্ঝাটে পৌছেগেলাম গন্তব্যে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে সকলকে আমন্ত্রন জানালেন হেড অব দ্যা চ্যান্সারি জনাব নজরুল ইসলাম এবং রাষ্ট্রদূতের পি এ মোস্তাফা সাহেব। ভেতরে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন রাষ্ট্রদূতের সাথে। এই সামান্য হাসি আর স্বল্প আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব অনেক। অথচ আমাদের অনেক অনুষ্ঠানে দেখেছি সাধারণ অতিথিতো দূরের কথা গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অতিথিও আগমন এবং বিদায়ের সময় এই সৌজন্য থেকে বঞ্চিত হন। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সৌজন্যবোধ আমাদের সকলকে বাংলাদেশী নাগরিক হিসাবে গর্বিত করেছে। আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আলাপ-পরিচয়ের পর পরিবেশন করা হলো বিকালের নাস্তা। মিষ্টি, সিঙাড়া, সেমাই, পায়েস আরো কতোকি দিয়ে সাজানো টেবিলে সকলকে আমন্ত্রন জানালেন মিসেস জেসমিন মাসুদ। এরপর শুরু হলো খেলাধুলা পর্ব। ছোটদের কোকের ক্যান দিয়ে সাজানো নাইন পিন বোওলিং, পুরুষদের

বাসকেট দ্যা বল এবং মহিলাদের পাস দ্যা পিলো। জনাব মাহবুব সালেহ এবং তার সহযোগিদের দক্ষ পরিচালনায় খেলাধুলা পর্বটি উপভোগ করেছেন উপস্থিত সবাই। ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছি হঠাৎ মনে হলো আজ সত্যিই সত্যিই বিজয় দিবস। আমাদের দূতাবাস এবং এই বাসভবন আন্ত র্জাতিক বিধি অনুযায়ী সত্যিই সত্যিই একখন্ড বাংলাদেশ। আজ বাইশ বছর পর বাংলাদেশের মাটিতে দঁড়িয়ে ঠিক ১৬ই ডিসেম্বরে উদ্‌যাপন করছি বিজয় দিবস। আমি মুহুর্তে ফিরে গেলাম আমার কৈশরে -

সেই আগুন ঝরা দিন -
সেই মিছিল -
সেই ব্যারিকেড, গুলি, কারফিউ,
২৫শে মার্চ,
শরণার্থী,
মুক্তিযুদ্ধ, বিজয়-
আহা সে কি আনন্দ -
সে কি উল্লাস!

কার সাথে ধাক্কা খেয়ে বর্তমানে ফিরে এলাম। দেখি রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। এর পর সম্ভবতঃ ছিল বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরনী কিন্তু আমাদের তিন ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে সিডনী ফিরতে হবে। পরদিন অপিস। তাই সৌজন্য বিনিময় করে বেরিয়ে পড়লাম পথে। ঘন্টায় ১১০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে গাড়ি কিন্তু মন পড়ে রইলো ক্যানবেরায়। মান্যবর রাষ্ট্রদূত, আপনাকে ধন্যবাদ বহুদিন পরে নতুন করে দুধের স্বাদ মনে করিয়ে দেবার জন্য।